স্মৃতি তর্পণ।

সন্ধ্যাগগনে সোণার দীপ্‌টী জ্বলিল যে দিন বাঙ্গলা ভালে।
একতার ডাকে জাগিল দেশ স্বাধীনতা হার পরিতে গলে॥
সেদিন বঙ্গের প্রতি ঘরে-ঘরে ধ্বনিল ত্যাগের মহামন্ত্র।
উঠিল সে ধ্বনি আকাশ ভেদিয়া কাঁপাইয়া ঐ অসীম প্রান্ত॥
সহসা ওপারে গরজিল মেঘ নিখিল বিশ্ব করিয়া স্তব্ধ।
ভারত বক্ষে হানিল বজ্র সকল হিয়া করিয়া দগ্ধ॥
কোথায় তুমি হে ত্যাগের মূরতি চিত্তরঞ্জন দেশের ধন।
বঙ্গের ধ্যান, বঙ্গের জ্ঞান, তুমি যে বঙ্গের পুরুষ রতন॥
অকালে কেন ধুলায় শয়ন অপূর্ণ রাখিয়া জীবন ব্রত।
তব কর্ম্মভার কে ল'বে আর দেশ আরাধনে কে হ'বে রত॥
সন্ন্যাসী তুমি যোগী পূজারী হ'য়েছিলে ছাড়ি বিলাসকারা।
পূজেছিলে মায়ে প্রীতি-পুষ্প দিয়ে স্বেচ্ছায় তাই লইলে কারা॥
যা ছিল তোমার সব দিলে ডালি দেশের তরে আপন হারা।
শেষে ঐ প্রাণ দিলে বলিদান মহা ঘুমে আজ চেতনা হারা॥
হিন্দু মুসলমান সবে ম্রিয়মান দেশ হ'ল আজ বন্ধু হারা।
বঙ্গের প্রতি অণু পরমাণু বহি'ছ বক্ষে শোকের ধারা॥
এ মরণে তব হ'ল না শান্তি, বুকের বেদনা হ'লনা দূর।
নূতন জীবনে আসিও আবার "আমলাতন্ত্র" করিতে চুর॥
বাঙলার জলে, বাঙলার স্থলে, বাঙলার আকাশ ব্যাপিয়া।
চিরদিন তব পুণ্য-স্মৃতি স্বাধীনতা তবে থাকুক ফুটিয়া॥
বাঙ্গালীর ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছ আর কি কভু যায় গো রাখা।
সহস্র বাধায় সাগর পারে দিবে একদিন সুদিন দেখা॥
আবার আগুন জ্বলিবে দ্বিগুণ প্রলয়কারী উঠিবে শিখা।
দিব্যচক্ষে ওই দেখা যায় ভারতের ভালে "স্বরাজ" লেখা॥
সে মহা মিলনে ভারতসভায় উঠিবে কত কবির গান।
কোথা দেশবন্ধু, এস হে নামিয়া, পেয়েছি মোরা তোমার দান।

শ্রীবিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী, আর্টস্ বিভাগ।